হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর
মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

# আলোর আলো

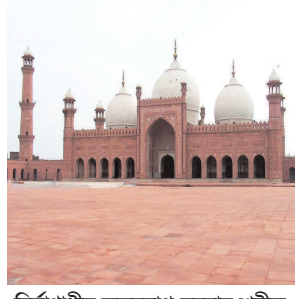

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ
জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৩ মার্চ ২০১৬ ॥ ২০ ফাল্গুন ১৪২২ ॥ ২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ২য় বর্ষ ১১ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা


# ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষের পর্দার বিশেষ গুরুত্ব


আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী


পর্দা করার বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান জরুরী। একদা হযরত মুসা (আঃ) বসিয়া আরাম করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় অভিশপ্ত ইবলিশ রঙ বে-রঙের টুপি পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আগমন করিল। যখন নিকটে আসিল, তখন তাহা খুলিয়া রাখিল। তারপর হযরত মুসা (আঃ)-এর খিদমতে উপনীত হইয়া সালাম নিবেদন করিতে লাগিল। মুসা (আঃ) বলিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম- তুমি কে? সে বলিল, 'আমি শয়তান।' তখন মুসা (আঃ) বলিলেন, তোমার উপর যেন শান্তি বর্ষিত না হয়। কেন আগমন করিয়াছ? সে বলিল, এই জন্য যে, আল্লাহ্‌র নিকট আপনার খুব বড় মরতবা রহিয়াছে।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাথার উপরে এই বস্তুটি কি? সে বলিল, আমি ইহার সাহায্যে মানুষের হৃদয় হরণ করিয়া থাকি।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেই কাজটি কি যাহা করিলে তুমি মানুষের উপর বিজয়ী হইয়া যাও? সে বলিল নিজের কাজকে খুব বেশি পছন্দ করা, নিজর আমল খুব বেশি বলিয়া মনে করা এবং নিজের গুনাহসমূহ ভুলিয়া যাওয়া।' আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করিতেছি।

(এক) যে স্ত্রীলোক আপনার জন্য হালাল নহে, তাহার সহিত একাকী বসিবেন না। কেননা, যখনই কোন পুরুষ, স্ত্রীলোকের সহিত একাকী বসেন, তখন আমি স্বয়ং নিজের বন্ধু বান্ধবগণকে নিয়ে ধোকায় ফেলার জন্য সঙ্গী হইয়া যাই। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাহাকে কুকর্ম করাইয়া ছাড়ি।

(দুই) আপনি কোনোদিন আল্লাহতায়ালার সহিত এমন কোন অঙ্গিকার করিবেন না, যাহা পূর্ণ করিতে সক্ষম নন।

(তিন) যখন কোন সদকা বা মান্নত ইচ্ছা পোষণ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা আদায় করিয়া ফেলিবেন। কেননা যখনই কোন লোক সদকা বা মান্নত দানের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন আমি এবং আমার সঙ্গীরা

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## মুর্শিদ কেবালার সান্নিধ্যে আত্মিক উপলব্ধি


নাসির আহমেদ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি


সূফীবাদে মুর্শিদ বা পরম গুরু এক অতীপ্রিয় জগতের অতুলণীয় মানব। সেই পরম গুরুর সান্নিধ্যে এলে বদলে যায় জীবনের চির চেনা দৃশ্যপট। মুর্শিদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে পারলে বদলে যায় জীবনযাপনেরও অনেক রীতিনীতি। কামেল মুর্শিদ বা মহান গুরুর শাহাদাত আঙ্গুলির স্পর্শ কল্‌বে লাগামাত্র সচেতন মানুষের আরেক জনম ঘটে। সেই জনম অতীন্দ্রিয় জগৎ ভ্রমণের দুয়ার খুলে দেয়। কুতুববাগ দরবারের মহান আধ্যাত্মিক সাধক আমার মুর্শিদ খাজাবাবা আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্যে এসে, আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। একজন কামেল পীর বা মুর্শিদ যে জীবনযাপন করেন, তার প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যেই রয়েছে শিক্ষণীয় মহামূল্যবান রত্ন, যা অনুসরণ করে যে কেউ আদর্শে, সততায়, মহত্বে, উদারতায়, বিনয়ে, ক্ষমায়, সর্বোপরি নিজের ভেতরের সমস্ত অহঙ্কার জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে সত্যিকারের মানবপ্রেমী হয়ে উঠতে পারে। তরিকতের যে শিক্ষা সেই শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে অহঙ্কার মুক্ত মানুষ হওয়া। সে কারণেই আমাদের মহান মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান আদবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যার মধ্যে আদব নেই, তার মধ্যে মানবিক গুণাবলী বিকশিত হতে পারে না। আর যার মধ্যে মানবিক গুণাবলী থাকে না সে কখনো পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না।

কুতুববাগ দরবারে এসে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই অনেক কিছু অর্জন করেছি। কেউ বা কঠিন বিমারি থেকে খাজাবাবার দোয়া ও খাস তাওজ্জুহ পেয়ে মুক্তি

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## খাজাবাবা কুতুববাগীর অমূল্য অমিয় বাণী

- তুমি যদি কোন লোককে জানতে চাও, তাহলে তাকে প্রথমে ভালোবাসতে শিখো।
- জ্ঞানের মতো পবিত্র বস্তু জগতে আর কিছুই নাই।
- যাকে শ্রদ্ধা করা যায় না, তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসাও যায় না।
- কীভাবে কথা বলতে হয় না জানলে, অন্তত কীভাবে চুপ থাকতে হয় তা শিখো।
- সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে কথা বলে, সে ব্যক্তিত্বহীন।
- সব সমস্যারই প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য্য।
- অসৎ আনন্দের চেয়ে পবিত্র বেদনা ভালো।
- অসৎ লোক কাউকে সৎ মনে করে না, সকলকে সে নিজের মত জানে।
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কী পেলাম, সেটাই বড় প্রশ্ন নয়, বরং কী করেছি সেটাই বড় প্রশ্ন।
- যদি সবোর্চ্চ আসন পেতে চাও, তাহলে নিম্নস্তর থেকে আরম্ভ কর।
- যেখানে পরিশ্রম নেই, সেখানে সাফল্যও নেই।
- সদা সর্বদা কুচিন্তা দ্বারা মানুষ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।
- সদা সর্বদা সুচিন্তা দ্বারা মানুষ স্বর্গে বাস করে।
- কোন কাজের আগে ভাল চিন্তা করলে, ঐ কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়ে যায়।
- যাকে সম্মান করলে, আবার তারই সমালোচনা করলে -এটা কোন রীতিনীতি নহে।

## সত্যকে জানার জন্য আউলিয়াকেরাম ও মুনিঋষিদের সান্নিধ্য লাভ


আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী


সত্যকে জানার জন্য ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বিশ্ববিখ্যাত দর্শনশাস্ত্র 'কিমিয়ায় সাদাত', 'মিনহাজুল আবেদীন', 'এহিয়াউ উলুমুদ্দীন'সহ অন্যান্য অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। কিন্তু এত বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও তিনি সার্বিক সমস্যা সমাধানে বৈষয়িক শিক্ষা যথেষ্ট মনে করলেন না। আধ্যাত্মিক বা আত্মিক শিক্ষার অভাব বোধ করলেন। একদিন কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, কোন পথে আমার শান্তি? কোন পথে সার্বিক মুক্তি? হে প্রভু, আমাকে বলে দাও। স্বপ্নযোগে দয়াল নবীজী বললেন, 'হে গাজ্জালী, সূফীবাদই তোমার জন্য উত্তম রাস্তা।' ইমাম গাজ্জালী (রঃ) চিন্তায় পড়ে গেলেন, কোন গুরুকে ধরলে আত্মদর্শন এবং প্রভুদর্শন লাভ হবে এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করা যাবে। ইবলিশ শয়তানের ধোঁকা বা ওয়াছ-ওয়াছা মুক্ত হয়ে ইনসানে কামেল হওয়া যাবে। স্থির করলেন, আবু আলী ফারমুদিই আমার জন্য আত্মরাজ্যের মহাগুরু বা কামেল মোর্শেদ। তাই তিনি চলে গেলেন পীরের দরবারে। অথচ ফারমুদি তুসী ছিলেন নিরক্ষর, লিখতে পারতেন না। এই নিরক্ষর পীরের সোহবতে এসে তাঁর খেদমত করিয়া অল্পদিনেই গাজ্জালী (রঃ) সাধনায় সিদ্ধি এবং মহান আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করিলেন। পাইলেন তৃপ্তি আর

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## বিশেষ দাওয়াত

### বিশ্বজাকের ইজতেমা ও দোয়ার মাহফিল

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানাধীন কানিহাড়ি ইউনিয়নের আহম্মদবাড়ি (সেনবাড়ি) কুতুববাগ খানকা শরীফে আগামী ৮ এপ্রিল ২০১৬, রোজ শুক্রবার জুমার নামাজের বিশাল জামাতের মধ্যদিয়ে শুরু হয়ে, রাতব্যাপী কোরআন হাদিসের আলোচনা ও রাত ৩টায় খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য মোরাকাবা ও রহমতের ফয়েজের মধ্যদিয়ে আখেরী মোনাজাত করবেন, বাদ ফজর সকলকে বিদায় দিবেন।

বি:দ্র : বিশ্বজাকের ইজতেমায় আগত সকল আশেকান-জাকেরান ও মুসলিম ভাই-ভগ্নিদের বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে।

## স ম্পা দ কী য় ক লা ম

আত্মার আলোর প্রতিটি সংখ্যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান প্রতিটি সংখ্যায় কোরআন ও হাদিসের আলোকে যেসব মহামূল্যবান বাণী নিবন্ধ আকারে উপস্থাপন করে থাকেন, তা কেবল কেতাবি শিক্ষার উপকরণমাত্র নয়, গভীর আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যানের ফসল। এ সংখ্যায়ও তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের পর্দা পালনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ একাধিক নিবন্ধ উপহার দিয়েছেন। এসব নিবন্ধ পাঠে আমাদের আত্মা তথা দিল পাক-সাফ হবে– এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে লেখাগুলো পাঠ করলেই হবে না, তার গভীর তাৎপর্য ব্যক্তিগত জীবনেও আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তবেই কিছু হাসিল করা সম্ভব হবে। তা না হলে এইসব রত্নভান্ডার আমাদের নসিবে অধরাই থেকে যাবে। দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য উভয়বিধ শিক্ষাই যে নর-নারীর অনুসরণ করা উচিত, সেই চিরসত্য কেবল সিনার এলম বা সূফীবাদের দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করা সম্ভব। একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহাসাধক আমাদের দরদী মুর্শিদ কেবলা খাজাবাবা কুতুববাগী আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের সেই শিক্ষাই প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকেন। কিন্তু আফসোস, আমরা সবাই তা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারি না, ধ্যান-মোরাকাবা করি না। ফলে মুর্শিদের দরবারে দিনের পর দিন এসেও অনেকেই সূফীবাদের সেই সুঘ্রাণ লাভ করতে পারিনি। আমরা যদি মুর্শিদের নির্দেশিত তরিকার নিয়মে আদব, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, মানবসেবা এবং শরিয়ত ও মারেফতের সমস্ত বিধি-বিধান ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারি, তাহলে সূফীবাদের মধ্যে যে কী অমূল্য ঐশ্বর্য নিহিত আছে, তা উপলব্ধি করতে পারতাম। আমাদের জংধরা লৌহহৃদয়ও সূফীবাদের পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সোনার চেয়েও দামি হয়ে যেতো। আল্লাহ্ আমাদের সেই পথে সঠিকভাবে চলার তৌফিক এনায়েত করুন। আমিন।

# সত্যকে জানার জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অফুরন্ত নিয়ামত। যা তিনি তরিকতে বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্বে হাসিল করতে পারেন নাই। বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী বাগদাদী (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (রঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজা গরিবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতি হাসান সাঞ্জারী (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, খাজা ওসমান হারুনীর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী বুখারী (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, হযরত শাহ আমির সৈয়দ কালাল (রঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য ইমামে রাব্বানী কাউমে জামানী গাউসে ছামদানী হযরত শায়েখ আহম্মেদ শেরহিন্দী মোজাদ্দিদ আল-ফেসানি (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকি বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, শামস্েত তাবরেজি (রঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য বিশ্ববিখ্যাত 'তাফসিরে কবির'-এর লেখক ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, হযরত নাজিমুদ্দীন কোবরার কাছে।

সত্যকে জানার জন্য ইমামে আজম আবু হানিফা (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, হযরত বাকের (রঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য হযরত হাসান বসরী বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, সৈয়দ ইমাম হাসান (রাঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য গুরু নানক বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, বাবা বাহালুল দানার কাছে।

সত্যকে জানার জন্য সুধীর চক্রবর্তী 'লালন' বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, বাবা সিরাজ শাহ্-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য লোকনাথ ভট্টচারী বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, আবদুল গফুর শাহ-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য হযরত শাহ ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসুলে নোমা (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর (রঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জানার জন্য শাহ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, শাহ ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসুলে নোমার (রঃ)-এর কাছে। সত্যকে জানার জন্য খাজাবাবা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ্ মেহেদীবাগী (রঃ)-এর কাছে। সত্যকে জানার জন্য সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহম্মেদ চন্দ্রপুরী (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন খাজাবাবা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য মোফাসসিরে কোরআন শাহসূফী হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহম্মেদ খান মাতুয়াইলী (রঃ) বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, হযরত খাজা সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহম্মেদ চন্দ্রপুরীর (রঃ)-এর কাছে।

সত্যকে জানার জন্য আমি অধম মোহাম্মদ জাকির হন্যেহারা হয়ে কামেল মোর্শেদের সান্নিধ্য পাইবার আশায়– খুঁজতে খুঁজতে ভাগ্যগুণে কামেল মোর্শেদ আমার আকা, আমার মাওলা, আমার মাশুক, আমার আত্মরাজ্যের মহাগুরু, বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা, বিশ্ববরেণ্য মোফাসসিরে কোরআন, মোহাদ্দিসে আকবর, শামছুল আরেফিন, কাছরে আরেফিন, মহিউসসুন্নাহ, মহিউলকলব, আলহাজ মাওলানা মোর্শেদেনা খাজাবাবা শাহসূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মেদ খান মাতুয়াইলী (রঃ)-এর কাছে, আল্লাহর রাস্তায় আত্মসমার্পন করে বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করি।

# ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষের পর্দার বিশেষ গুরুত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাহার বন্ধু হইয়া যাই। এমনকি আমরা তাকে সদকা বা মান্নত আদায় করতে দেই না । অতঃপর শয়তান এই বলিয়া চলিয়া গেল, 'আফসোস! আমি যেসব কথা দ্বারা আদম সন্তানগণকে ধোঁকা প্রদান করিয়া থাকি, মুসা (আঃ) তাহা অবগত বা জানিয়া গেলেন।

পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে সূরা আল-নূর, ৩১ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, অকুল্লি মু'মিনা-তি ইয়াগদ্বদ্বনা মিন্ আবস্বা-রিহিন্না ওয়া ইয়াহফাযনা ফুরূজ্বাহুন্না ওয়ালা ইউবদীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা মা যাহারা মিনহা ওয়াল ইয়াদরিবনা বিখুমুরিহিন্না 'আলা জুয়ূবিহিন্না, ওয়ালা ইউবদীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা লিবুউলাতিহিন্না আও আ-বা-ইহিন্না আও বুউলাতিহিন্না আও আবনা-ইহিন্না আও আবনা-ই বুউলাতিহিন্না আও ইখওয়ানিহিন্না আও বানী ইখওয়ানিহিন্না আও বানী আখাওয়াতিহিন্না আও নিসা-ইহিন্না আও মা মালাকাত আইমানুহুন্না আবিত্তা-বিঈনা গাইরি উলিল ইরবাতি মিনার রিজালি আবিত তিফলিল্লাযীনা লাম য়াযহারূ 'আলা আওরা-তিন নিসা-ই, ওয়ালা- য়াদরিবনা বিআরজুলিহিন্না লিয়ু'লামা মা ইউখফীনা মিন যীনাতিহিন্না, ওয়া তূবূ ইলাল্লাহি জামী'আন আইয়ুহাল মুমিনূনা লা'আল্লাকুম তুফলিহূনা। অর্থ : হে নবী (সঃ) আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নিচের দিকে রাখে এবং লজ্জাস্থান বা গুপ্তস্থান হেফাজতে রাখে। সাধারণত কারো কাছে রূপ প্রকাশ না করে, আর মাথায় বড় ভারী ওড়না দেয় এবং তাদের বক্ষদেশ ভালভাবে ঢাকিয়া রাখে। তারা নিজেদের চেহারার সাজসজ্জা ঐসব লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে দেখাইবে না, যারা তাদের স্বামী, অথবা তাদের পিতা, অথবা তাদের শ্বশুর, অথবা স্বামীর পুত্র, অথবা তাদের ভাই, অথবা তাদের ভাইপো, অথবা তাদের বোনপো, অথবা আপন নারীগণ, অথবা অধিনস্থ দাসী, অথবা কামনাহীন পুরুষ, অথবা এমন বালক যারা নারীদের আবরনীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদের ছাড়া আর কারো কাছে নিজেদের বেশ ভুষা বা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রঃ) খুব সুন্দর সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। একদিন এক মহিলা তাহার নিকট আগমন করিল এবং তাহার সহিত দৈহিক মিলনের অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি বিরত থাকিলেন এবং মহিলাকে সেখানে ফেলিয়া পালাইয়া গেলেন। সোলাইমান বলেন, আমি স্বপ্নে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখিলাম। আমি তাহাকে বলিতেছিলাম, 'আপনি কি হযরত ইউসুফ (আঃ)? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি সেই ইউসুফ, যে প্রলোভনের শিকার হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম, আর তুমি সেই সোলায়মান, যে মোটেই প্রলোভিত হও না।

সহিহ মুসলিম শরীফের হাদিসে হুজুরে আকরাম (সা.) ফরমান–

ওয়া ক্বালা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সিনফানি মিন আহলিন নারি, লাম আরাহুমা ক্বাউমুম মা'আহুম সিয়াসাতুন কা আযনাবিল বাকারি, ইয়াদরিবূনা বিহান নাস, ওয়া নিসাউন কা-সিয়াতুন 'আরিয়াতুম মুমিলাতুম মা-ইলাতুন রুউসুহুন্না কা সানিমাতিল বুখতিল মা-ইলাতি, লা ইয়াদখুলনাল জান্নাতা ওয়ালা ইয়াযিদনা রীহাহা। (রাওয়াহু মুসলিম)

রাসুল (সঃ) বলেন– দুই শ্রেণির মানুষ জাহান্নামী হইবে, আমি তাহাদিগকে দেখি নাই। এক শ্রেণির জাহান্নামী উহাদের হাতে গরুর লেজের মতো লাঠি থাকিবে, তাহারা উহা দ্বারা মানবগণকে প্রহার করিবে অর্থাৎ অত্যাচারী। আর এক শ্রেণির জাহান্নামী ঐ সকল নারী যাহারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও (অর্ধ পরিধান বা পাতলা বস্ত্রের কারণে) উলঙ্গিনী প্রায়, পর-পুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্টকারিণী এবং নিজেরাও অপর পুরুষের দিকে আসক্তি-প্রবণা। তাহাদের মাথাগুলি খোরাসানী উষ্ট্রের মত কেশময় ইহারা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং বেহেশতের সু-ঘ্রাণও পাবে না' (মুসলিম শরীফ)। পদহীনতার মতো অসৎ আচরণের কারণে নারীর অন্তর থেকে ক্রমে ক্রমে লজ্জা-শরম চলিয়া যায়। বেপর্দা নারীর কারণে পুরুষদের জন্য ফেৎনা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ওই সকল নারী পর-পুরুষের সাথে ঘেষাঘেষি করে চলাফেরা করতে লজ্জাবোধ করে না। আর এ ধরনের লজ্জাহীন ঘেষাঘেষি ও মেলামেশাই হচ্ছে ফেৎনা ফাসাদ অনাচার জেনা ও ব্যাভীচারের সবচেয়ে বড় কারণ। যে মুসলমান কোন নারীর রূপ ও সৌন্দর্য দেখে চক্ষু বন্ধ করে নেয়, মহান আল্লাহতায়ালা তার জন্য এমন ইবাদতের পথ দেখিয়ে দেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করে' (আহমদ)।

বেগানা কোনও পুরুষের কিংবা বেগানা কোনও পুরুষদের সাথে কোনও নর-নারীর একান্তে থাকা উচিৎ নয়। হাদিসে বলা হয়েছে, সেই সন্তানের কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, যখনই কোন পুরুষ বেগানা কোন নারীর সাথে একান্তে থাকে, তখনই শয়তান তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং স্বীয় জালের ফাঁদ বিস্তার করতে শুরু করে।

বর্তমান যুগের আধুনিক পোশাক এর বর্ণনা :

হাদিসে আছে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষদের গুপ্ত অঙ্গ। কিন্তু আজকালকার ফ্যাশন শুধু পুরুষদেরকে নয়, মহিলাদেরকেও অর্ধ উলঙ্গ করে দিয়েছে। পুরুষরা ইংরেজি লেংটির নাম 'ন্যাকার' রেখে পরিধান করতে শুরু করেছে। তারা অর্ধেক উরু পর্যন্ত খোলা রেখে মা, বোন ও কন্যাদের সামনে চলাফেরা করতে পরওয়া করে না এমনকি লজ্জাও বোধ করে না। এতে আল্লাহ্পাকের অসন্তুষ্টি এবং মহাপাপ রয়েছে। আজকাল অনেক মহিলা এমন পোশাক অবলম্বন করেছে, যাতে তাদের গোপনীয় অঙ্গ যেমন ঘাড়, বাহু, বক্ষদেশ ইত্যাদি খোলাই থেকে যায়। আর যেসব অঙ্গ আবৃত করা হয়, তাতেও এমন আঁটসাট পোশাক পরা হয় যে, দেহের অবয়ব চোখে পড়ে যায়। এটাও খোলা রাখারই অনুরূপ। ওলামায়ে কেরাম বলেন, মুসলামনদের ওপর সর্বপ্রথম যে ফরজটি আরোপিত হয়, তা হচ্ছে গুপ্তঅঙ্গ বা লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখা। এটা কেবল নামাজেই নয়, বরং সাধারণ অবস্থায়ও, এমনকি নির্জনে থাকার সময়ও জরুরী।

লজ্জা-শরম : লজ্জাশরম ঈমানের অন্যতম অঙ্গ' (বুখারী, মুসলিম)।

লজ্জা এবং ঈমানের প্রতিদান জান্নাত' (তিরমিযী)।

যার মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তার মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হবে। প্রত্যেক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র আছে। আমাদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জা-শরম' (মালেক)। আল্লাহতায়ালা যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার কাছ থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। যখন তার মধ্যে লজ্জা থাকে না, তখন সে মানুষের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও হেয় হয়ে যায়। এরূপ হলে তার কাছ থেকে আমানত তথা বিশ্বস্ততা গুণটিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যখন তার মধ্যে আমানত থাকে না, তখন সে খেয়ানতের পর খেয়ানত করতে শুরু করে। ফলে তার ওপর থেকে রহমত তুলে নেওয়া হয়। অত:পর সে ধিকৃত হয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে শুরু করে। এরপর সে ইসলামের সাথে সম্পর্কচ্যুত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়' (ইবনে মাজা)।

যার মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তার মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হবে। প্রত্যেক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র আছে। আমাদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'লজ্জা-শরম' (মালেক)। আল্লাহ্তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার কাছ থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। যখন তার মধ্যে লজ্জা থাকে না, তখন সে মানুষের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও হেয় হয়ে যায়

পোশাকের উদ্দেশ্য : হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান বা গুপ্তস্থান ও দেহ আবৃত করে রাখা এবং এটা সৌন্দর্যেরও উপকরণ। তবে তাকওয়ার পোশাক এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

পোশাকের প্রকারভেদ :

(১) ফরজ : পোশাকের সেই পরিমাণ ফরজ, যা 'সতর' অর্থাৎ লজ্জাস্থান বা গুপ্ত অঙ্গকে আবৃত করে রাখা। পোশাক তুলা, কাতান অথবা পশমের হওয়া উত্তম।

(২) সুন্নত : পোশাক পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত দীর্ঘ এবং আস্তিন হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত লম্বা এবং ঝুলের দিক থেকে অর্ধহাত পর্যন্ত চওড়া হওয়া সুন্নত।

(৩) মাঝারি : না উৎকৃষ্ট, না সুন্দর পোশাক হওয়া।

(৪) রিয়া বা অহঙ্কার হয় পোশাক : যে পোশাক পরলে মানুষ পরিধানকারীর প্রতি অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে, তাই রিয়ার বা অহঙ্কারের পোশাক।

(৫) মোস্তাহাব : যে পোশাক সাজসজ্জা আল-হর নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয়, তা মোস্তাহাব।

(৬) মুবাহ্ : যে পোশাক সাজসজ্জা শুধুমাত্র করার জন্যই পরিধান করা হয়।

(৭) মাকরুহ : গর্ব ও অহঙ্কারের পোশাক যা শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত রাখে, তা পরিধান মাকরুহ।

(৮) হারাম : কুসুম ও জাফরান দিয়ে রঞ্জিত বস্ত্র এবং লাল রঙের বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম। খাঁটি রেশমী বস্ত্রও পুরুষের জন্য হারাম। কিন্তু চার আঙ্গুল পরিমিত বস্ত্রের বুটা ও ডিজাইন ইত্যাদি হারাম নয়। পায়জামার ফিতা বা দড়ি চার আঙ্গুল পরিমাণ হলেও তা জায়েজ নয়। পোশাকে নকশা হারাম না হয়েও জায়েজ নয়। রেশমী টুপী হারাম, যদি তা পাগড়ীর নিচেও গোপন থাকে। রেশমী কাপড়ের বালিশ, চাদর, বিছানা ইত্যাদি হারাম' (দুররে মোখতার)।

পুরুষদের জন্য পায়জামা ও লুঙ্গি পায়ের গিটের বা টাকনুর নিচে পরিধান করা হারাম এবং নামাজে এরূপ পোশাক পরিধান করা মাকরুহ্' (এমদাদুল ফতোয়া)।

মানুষ আল্লাহতায়ালার ইবাদত বন্দেগী প্রার্থনা জিকির-আসকার মোরাকারা-মোশাহেদা থেকে উদাসীন বা গাফেল থাকে কী কারণ? কারণ, তামাম দুনিয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপট দেখা যাইতেছে নারী-পুরুষরা যেভাবে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা বা ঘোরাফেরা করিতেছে, তাতে মা-বোনেরা পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত মোতাবেক লেবাস পোশাক পরিধান করিতেছেন না। তারা যে পাতলা বা শর্ট কাপড় পরিধান করে, যার কারণে গুপ্তস্থান বা লজ্জাস্থান প্রকাশ পায় এবং পুরুষের বেলায়ও দেখা যায় যে, তারা যে সমস্ত কাপড় যেমন ইন করে প্যান্ট-শার্ট পরা (মনে রাখতে হবে যে, ইন করে প্যান্ট-শার্ট এমনভাবে পরা যাবে না, যাতে শালীনতা ক্ষুণ্ন হবার মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে) হাফ শার্ট, হাফ গেঞ্জি, হাফ প্যান্ট পরিধান করে, তা দ্বারা গুপ্তস্থান বা লজ্জাস্থান অনেক সময় প্রকাশ পায়। তা দেখে নারীরা পুরুষের প্রতি আসক্ত হতে পারে, যা দ্বারা ঈমান আখলাক চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তাই আপনাদিগকে বিনয়ের সাথে বলিতে চাই, মা-বোনেরা, এমন শালীনতার সাথে চাকরী-নকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করিবেন, যেন পুরুষ জাতি আপনাদের দেখিয়া কু-দৃষ্টিতে না তাকায় এবং এমন ঢিলাঢালা জামা কাপড়, বোরকা, ও মাথায় ওড়না পরিধান করিবেন যেন, পুরুষ জাতি আপনাদের দেখে অসৎ উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট না হয়। পুরুষলোকদের প্রতি বিনয়ের সাথে বলিতে চাই, আপনারা এমন পোশাক পরিধান করুন, যাতে আপানাদের গুপ্তস্থান বা লজ্জাস্থান প্রকাশ না পায়, বা অনুভব না হয়। নারী জাতি যেন আপনাদের ওপর অসৎ উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট না হয় পোশাক পরিধানে সে বিষয়ে খোয়াল রাখবেন। যেহেতু আপনাদের দেখে আপনাদের ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনও শিখে, কাজেই আপনারা এমনভাবে চলবেন না যাতে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আপনারা দয়া করে শুধরে যান। আপনারা অশালীন পোশাক পরিবেন না, ঢিলেঢালা মার্জিতভাবে লজ্জাস্থান থেকে একটু নিচু পর্যন্ত পোশাক পরিধান করুন। তা হলেই সমাজে লজ্জা, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে। আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, মানুষ মরণশীল। দুনিয়া ছেড়ে কবর বাড়িতে একদিন যেতে হবে। কাল হাশরের দিন মহান আল্লাহতায়ালার কাঠগড়ায় বা আদালতে দাঁড়াইতে হবে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গের হিসাব দিতে হবে।

তাই সূরা ইয়াসীনের ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– আল্ ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা– আফ্ওয়া-হিহিম অ-তুকাল্লিমুনা– আইদীহিম্ অতাশ্হাদু আরজুলুহুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্।'

অর্থ: আজ আমি তোমাদের মুখ বন্ধ করে দেব, তোমাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে। তোমাদের পা এদের কৃত কর্মের সাক্ষ্য দেবে।'

তাই আপনারা ঈমানের সাথে শরিয়তের হুকুম, আহকাম মানিয়া পরিশুদ্ধ দিল নিয়া ঈমানদার হওয়ার চেষ্টা বা রাস্তা খোঁজেন।

আমি সকল প্রকার মিডিয়ার সম্মানিত ভাই-বোনদের অনুরোধ করে বলতে চাই, আপনাদের ইচ্ছা ও মেহেরবানীতে দেশ ও মানব জাতির কল্যাণ হতে পারে। আপনারা যদি অশ্লীল ছবি, ভিডিওচিত্র, পেপার-পত্রিকা, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেটে প্রচার করেন, তা হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ এ সমস্ত ছবি, ভিডিওচিত্র দেখিয়া আমাদের ছেলে মেয়েরা খারাপ ও অশ্লীল কাজে ধাবিত হয়, সামনের দিকে এর পরিণাম ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। কাজেই আপনারা এসমস্ত মানুষের ঈমান আখলাক বাঁচাতে সচেতন হোন। সৎভাবে সুস্থ ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

মহান আল্লাহতায়ালা আপনাদেরকে রহমত, বরকতে পরিপূর্ণ করে দিবেন। হাদিস শরীফে আছে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম ফরমান– 'সৎ ব্যবসায়ীরা হাশরের দিন আমার সাথে থাকবে।'

# মুর্শিদ কেবালার সান্নিধ্যে আত্মিক উপলব্ধি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পেয়েছি, কেউ বা বিপদ-আপদসহ নানারকম সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কেউ বা ঋণগ্রস্থ হয়ে এসেছিলেন, ঋণমুক্তি হয়ে জীবন চলার পথে সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু এইসব জাগতিক অর্জন নিয়ে কোন কথা বলতে এ নিবন্ধ লিখতে বসিনি। আমার বক্তব্য হল এই যে, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্যে এসে আমাদের অনেকের জীবনে অন্যরকম পরিবর্তন এসেছে, যা শুধু উপলব্ধির বিষয়। ফুল যেমন চোখে দেখা যায় কিন্তু এর গন্ধ দেখা যায় না, তা চোখে দেখার জিনিসও না, শুধু উপলব্ধির জিনিস। উপলব্ধি তখনই হবে, যখন ঘ্রাণশক্তি নেয়ার ক্ষমতা থাকবে। যার ঘ্রাণশক্তি নেই, সে ফুলের উদ্যানে সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করলেও ফুলের ঘ্রাণ পাবে না। তেমনই কেউ যদি খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, আর যদি তার মহামূল্যবান নসিহত-বাণী বা শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ না করেন, তা হলে তার অবস্থা হবে, ওই ফুলের উদ্যানে ঘুরে বেড়ানো গন্ধকালা মানুষের মতোই। সে কোনদিনই মহৎ জীবনের ঘ্রাণ পাবে না।

গত প্রায় ১৭ বছরে বিচিত্র সব মানুষকে খাজাবাবার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে দেখেছি। লাখ লাখ জাকের-মুরিদ খাজাবাবার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু আমরা কজন তাঁর চরিত্রের সেইসব গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি? যা আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইতস্তত হবো। কারণ, আমরা খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের মতো শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারিনি। আমরা নফস্ শয়তানের মোহ-মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। আমরা অনেকেই আত্ম অহমিকা ত্যাগ করতে পারি-নি। অন্যের হক দখল করা, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্য মানুষকে কষ্ট দেয়ার মতো কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারিনি। কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসার পশুকে বন্দি করতে পারিনি। দড়ি ছেরা মাতাল ষাড়ের মতো ষড়রিপু আমাদের সমস্ত মানবিক গুণাবলী গ্রাস করে ফেলছে প্রতিনিয়ত।

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে এসে দুনিয়াবি লাভ ক্ষতির হিসাব না কষে, যে স্বল্প সংখ্যক জাকের-মুরিদ ভাইবোন তাঁর মহান শিক্ষা অন্তরে ধারণ করতে পেরেছেন, তারাই শুদ্ধ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছেন। খাজাবাবার শিক্ষা হচ্ছে শরিয়তের ছোট-বড় সকল আদেশ-নিষেধ সুষ্ঠুভাবে পালন করা, তবেই মারেফতের পথ সহজ হয়ে যাবে। এখানে এসেই জেনেছি, আমি যা জানি, তা এই মহা-বিশ্বের মহাপ্রভুর জ্ঞানের কাছে কিছুই না। আরও বহু কিছু জানার বাকি। এই ছোট চক্ষু দিয়ে যত দূর দেখা যায়, তা-ই দেখা নয়। চোখ বন্ধ করলে যে সায়ের বা ভ্রমণ করা সম্ভব, তা আর কোনভাবে সম্ভব নয়। নিজেকে তুচ্ছ জানলে, যেমন আমি কিছুই জানিনা এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেই জ্ঞানের শূণ্য অন্তরে কিছু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছেই শিখতে পেরেছি যে, অল্প খাওয়া, অল্প ঘুমানো আর এবাদতেই সুস্থতা। হুজুরি দিলে কীভাবে নামাজ আদায় হয়, তা খাজাবাবার কাছে বাইয়াত না নিলে কোন দিনও জানা সম্ভব হতো কিনা জানি না। ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার যে মানবিক গুণ– যা ছিল আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের নিত্যসঙ্গী, সেই মানবিক গুণ আমাদের মহান মুর্শিদ কুতুববাগী কেবলাজানের মধ্যেই দৃশ্যমান। তিনি বৈষয়িক সম্পদ কি দিয়েছেন তা বলতে চাই না– শুধু আত্মিক উন্নয়ন এবং নফসের কু-মন্ত্রণা থেকে বাঁচার যে শিক্ষা আমরা তার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাভ করছি, তার কোন তুলনা নেই। অনাহারি মানুষ পেলে তাকে বা তাদেরকে খাবার দেওয়া, বস্ত্রের অভাব যার তাকে বস্ত্র দেওয়া, রুগ্ন মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া, সর্বোপরি 'মানব সেবাই পরম ধর্ম' এবং 'সূফীবাদই শান্তির পথ।' এই মহান শিক্ষা আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে। আমরা অনেকেই এক সাথে এসেছিলাম, যারা ছিলাম অনেকেই বে-নামাজি, কুতুববাগ দরবারে এসে নামাজি হয়েছি। হুজুরি দিলে নামাজ আদায়ের শিক্ষা পেয়েছি। জিকির-আসকার এবং নিয়মিত ফরজ, সুন্নত, নফল আদায় করার যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি– তা আমাদের অনেকেরই জীবন চিত্র পাল্টে দিয়েছে। আশাকরি যারা এই তরিকায় আসবেন তারা পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, পরিপূর্ণ সমর্পনের মধ্য দিয়ে তরিকার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি এবং ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত মঙ্গল অর্জন করবেন। আল্লাহ্ আমাদেও সেই তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি, খাদেম কুতুববাগ দরবার শরীফ

# স্বর্গীয় প্রেমের জীবন্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে আর সময় ক্ষেপণ না করে, চলে আসতে পারেন আমার দরদী পীর নয়নের মণি, আধ্যাত্মিক গুরু খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের পবিত্র দরবার, ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফে (সদর দপ্তর)। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমার গুরুর কাছে কেউ যদি সাদা মনে পরম সত্তা আল্লাহ্ কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়, তবে তিনি বুঝবেন সত্যিকারের স্বর্গীয় আবেশ জড়ানো এক নূরের পতুল। যাকে এক নজর দেখলেই মনে হবে, মহান আল্লাহ্ যেন আরো কত সুন্দর! যাঁর সাথে সংযোগ মহা-সুন্দরের, মহা-রূপকার আল্লাহ্তায়ালার।

যা বলছিলাম, সকল কিছু সৃষ্টির মূল কারণই হচ্ছে প্রেম। মূলত এই প্রেমময় ভালোবাসার জন্যই মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের প্রয়োজন মিটাতে সৃষ্টি করেছেন আরো কত মাখলুকাত। যেমন স্বর্গীয় আবেশে উদ্ভাসিত বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডে যত প্রাণী-প্রকৃতিসহ যা কিছু আছে, সবার মধ্যে থাকা প্রেম ধরণীকে বাসযোগ্য করেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক কথায় মানব জন্মের প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পরবর্তী যত অধ্যায় বা যা কিছু আছে, তার সব কয়টি ক্ষেত্রই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জয় করা সম্ভব, যদি কোন ব্যক্তি বা আশেক মুরিদ তার আধ্যাত্মিক গুরুর কাছ থেকে প্রেম শিখতে সক্ষম হয়। এমন স্বর্গীয়প্রেম উৎসারিত হয় কেবল গুরুপ্রেমের বন্ধন-বলয়ের মাধ্যমে। অতএব এই প্রেম অর্জন করাই আমাদের একমাত্র আসল বা ফরজ কাজ। কিন্তু আমাদের কী দুর্ভাগ্য অতি সাধারণ জ্ঞানের অহঙ্কারেই যেন মাটিতে পা পরে না! আর তাই সত্য ও চির কল্যাণকর পথের দিশা পেয়েও আকড়ে ধরি না। শুধু অবুঝ শিশুর মতো হামাগুরি দিয়ে দিয়ে, অমূল্য সময় চলে যায়।

# কামেল অলি-আল্লাহ্র পরিচয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

খবর রাখি না। আর যেহেতু আমাদের সেই খবর নাই, তাই আমরা সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও নই। আর এই কারণেই আমরা বাহ্যিকভাবে মানুষের সুরত হলেও সৃষ্টির সেরার বৈশিষ্ট্য সামান্যই আছে। অলি-আল্লাহগণ কিন্তু আল্লাহর বিশালতা, উদারতা হতে বেখবর নন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের সাধনার বলে এই গুণাবলী হাসিলও করেছেন। আর এ কারণে ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখবেন, সকল বড় বড় অলি-আল্লাহর দরবারে সকল শ্রেণি-পেশা, বর্ণ-ধর্মের মানুষ হাজির হচ্ছেন। এমনকি অন্যান্য মাখলুকও হাজির হয়ে যায়। অলি-আল্লাহগণ কাউকেই ফিরিয়ে দেন না। খাজাবাবা বলেন, 'অলি-আল্লাহরা হচ্ছে নদীর মত। এখানে বহু রকমের মানুষ আসে পাক-সাফ হওয়ার জন্য।' নদী যেমন সাগরের সাথে যুক্ত, তেমনি অলি-আল্লাহগণ আল্লাহর সাথে যুক্ত। তাই তাঁরাও সেই আল্লাহর বিশালতা, সেই উদারতা ধারণ করতে সক্ষম। আমরা পারি না। শুধু তা-ই নয়, আমরা এই বিশালতা বুঝতেও অক্ষম। যে কারণে অনেকেই অলি-আল্লাহ্ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন, কটু কথা বলেন। কিন্তু খাজাবাবাকে দেখেছি এসবের কোনো কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি বিচলিত বা উত্তেজিত হন না। বরং বলেন, 'বাবারা, লোকনিন্দা আতরের মত গায়ে মেখে ফেলবেন। মনে করবেন আপনি আল্লাহ্র আরো কাছে গেছেন।' তিনি আরো বলেন, 'সহ্য ক্ষমতা বাড়াতে হবে, ত্যাগী মানুষ হতে হবে।' এই সব শিক্ষা এ যুগে কে দেয়। আমি চিন্তা করে দেখেছি আমাকে কেউ সামান্য কটু কথা বললেই আমি উত্তেজিত হয়ে যাই। তাকে আরেকটা কটু কথায় জবাব দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাই। কিন্তু কই? আমিতো পারি না খাজাবাবার মত উত্তেজিত না হতে। এর একমাত্র কারণ আমার ক্ষুদ্রতা আর খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের বিশালতা। আপনি নদীকে বা সমুদ্রকে যতই গালমন্দ করেন তাতে কিন্তু নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যায় না, সমুদ্রের ঢেউ থেমে যায় না, তা চলতেই থাকে। অলি-আল্লাহ্গণও তেমনি তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর।

একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা বলি। একবার আমার এক আত্মীয় খাজাবাবার বাণী সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করলেন, অনেক ভুল ধরার চেষ্টা করলেন, কোরআন-হাদিস এনে রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করলেন। আমি তাকে বললাম, দেখুন আমিতো কোরআন ও হাদিসের বিশারদ নই, আপনি চলুন আপনাকে নিয়ে যাই খাজবাবা কুতুববাগীর কাছে। আপনি সেখানে গিয়ে আলোচনা করতে পারেন। তিনি রাজী হলেন না। ঘটনা এখানেই শেষ না। তিনি খাজাবাবার জীবন-যাপন পদ্ধতি নিয়েও মন্তব্য করতে লাগলেন। আমি শুধু বললাম, আপনি যে মন্তব্য করছেন তা কি নিজে দরবারে গিয়ে দেখেছেন? উনি বললেন, যাওয়ার দরকার নাই। বাইরে থেকেই বোঝা যায়। আমি বললাম, না জেনে মন্তব্য করা কি গীবত নয়? উনি বললেন, না এটা গীবত হবে কেন? অথচ পবিত্র কোরআনে আছে, গীবত করা অনেক বড় গুনাহর কাজ। আর না জেনে কোন সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করাই হল গীবত। যাই হোক, আমি আর কিছুই বললাম না, চলে আসলাম। পরে একদিন খাজাবাবকে ঘটনাটা বললাম। পুরোটা বলি নাই, বলার মতো রুচি হয় নাই।

খাজাবাবা আমার কথা শুনে শুধু বললেন, 'বাবা, অহঙ্কারের কারণে মানুষ এসব করে।' আসলেই তাই আমরা অল্প কিছু লেখাপড়া করেই নিজেকে অনেক বিদ্বান আর জ্ঞানী ভাবতে শুরু করি। আর তখন নিজের স্বল্প জ্ঞান দ্বারাই সবকিছুকে তুলনা বা বিচার করি। কথায় বলে 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর' আমাদের হল এই অবস্থা। আজকাল একদল লোকেদেরকে দেখি, তারা কোরআন ও হাদিসের আংশিক পড়েই বিভিন্ন মতবাদ, ব্যাখ্যা বা ফতোয়া দেওয়া শুরু করে। তারা বলে কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়লেই তো জানা যায়। তাদেরকে বলি, মুখে মুখে তর্ক বা কথা বলা খুবই সহজ। আপনার যদি অক্ষর জ্ঞান থাকে তাহলে আপনি আক্ষরিকভাবে পড়তে পারবেন ঠিকই, কিন্তু তাতে কোরআনের গভীর তত্ত্ব বোঝা কখনই সম্ভব না। সাধারণভাবে চিন্তা করে দেখেন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষক ছাড়া কিন্তু কোনো বিষয়েই শিক্ষা লাভ করি নাই। আর কোরআন হচ্ছে এই সকল বিদ্যার অনেক অনেক উর্ধের বিষয়। আর তাই এমন শিক্ষক ধরতে হবে যাঁর বিশেষ জ্ঞান আছে। এই বিশেষ জ্ঞানের নাম হচ্ছে, 'এলমে লাদুন্না' বা 'এলমে তাসাউফ', এটা এমন এক বিশেষ জ্ঞান যা আল্লাহ্র থেকে নবীপাক পেয়েছেন, নবীজির থেকে খোলাফায়ে রাশেদিনগণ, তাঁদের থেকে আহলে বাইয়াত অর্থাৎ বেলায়েতে মাশায়েখ অলি-আল্লাহ্গণ হলেন এই জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই বিশেষ জ্ঞান বিলিয়ে দিতে আমাদের মাঝে বেলায়েতে মাশায়েখগণ আসতে থাকবেন কেয়ামত পর্যন্ত। এই জ্ঞানের কোনো সীমা নাই, যা অফুরন্ত ও বিশাল। আল্লাহ্পাক কোন কোন বিশেষ মানুষকে সেই জ্ঞান দান করে থাকেন যাঁরা আল্লাহ্র মনোনিত আউলিয়া সকল। যারা নবীপাকের পরে মানুষের হেদায়েতের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। নদীর মতই মানুষ ও মানুষের কলব বা অন্তরাত্মাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, পৌঁছে দিচ্ছেন সমুদ্রের কাছে। আর একটি কথা না বললেই না সেটা হল, আপনি কিংবা আমি না চাইলেও নদী বহমান থাকবে চিরকাল। আপনার বা আমার কথায় নদীর স্রোত বন্ধ হবে না। সৌভাগ্য সেই পুকুরের, যে পুকুর এই বহতা নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে মহা সমুদ্রের জলে সে পূর্ণতা পায়, অর্থাৎ আল্লাহ্র সেই বিশালতার সন্ধান পেল। আমি অধম এক বদ্ধ ডোবা, বড় আশা করে চেষ্টা করে যাচ্ছি সেই নদীর সাথে মিলনের, যে নদী আমাকে মহা সমুদ্রের পথ দেখাবে।

# কুতুববাগী কেবলাজানের শিক্ষায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

দোয়ার বরকতে নেকি পাওয়া যায়। সু-সন্তান বলতে লেখাপড়ায় ভালো বা অনেক ডিগ্রীধারী তা শুধু নয়, যার ঈমান-আমল, আখলাক-চরিত্র ঠিক আছে, যে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের বিধানসমূহ সাধ্যমত মেনে চলার চেষ্টা করে তাকেই বোঝায়। পৃথিবীর সকল সন্তান নেককার হয় না। সকল সন্তান মাতা-পিতার জন্য দোয়া করে না। তবে যদি কোন মাতা-পিতা তাঁর সন্তানদের তরিকতের সুশিক্ষায় রেখে যেতে পারেন, তবে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তারা কবরেও প্রতিনিয়ত দোয়ার মাধ্যমে সওয়াবের ভাগিদার হবে, এর চেয়ে মহা নিয়ামত আর কী হতে পারে? আমাদের দরদী মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের আদর্শ এবং শিক্ষা-দীক্ষাই এমন যে, তাঁর একজন ছাত্র বা শিষ্য-মুরিদ সন্তান প্রতিদিন নামাজ শেষে তরিকতের নির্দিষ্ট অজিফা-আমল করে তার মাতা-পিতার জন্য এবং মাইয়াতের রুহানী আত্মার প্রতি দোয়া করে। যে দোয়া আপন আপন পীরের উছিলায় ওই সকল মৃত ব্যক্তিদের আমলনামায় পৌঁছে যায় এবং তারা কবরে শান্তি লাভ করে।

মানুষকে সুক্ষ্ম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং আল্লাহ্র প্রাপ্তি পথের সন্ধান প্রদান করেন, এমন মানুষের কাছে জ্ঞান (ইলম) শিক্ষা নেওয়া উচিৎ, যা সকলের জন্য কল্যাণকর। যে জ্ঞান মানব জাতিকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসে। মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়। যেমন-কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত। আমার পীর কেবলাজনের শিক্ষা প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর, তরিকতের অজিফা-আমলের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় মাসায়ালা, কোরআন ও হাদিস মতে পরিশুদ্ধ আত্মা তৈরির কাজে সর্বদা লেগে থাকা। আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন– 'কাদ আফলাহা মান তাজাক্কা।' অর্থঃ নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিই সফলকাম, যে তার আত্মার পবিত্রতা হাসিল করতে পেরেছে' (সূরা আলা, আয়াত ১৪)। ইতিমধ্যেই যারা কেবলাজানের কাছে উপরোক্ত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করছেন তাঁরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, আর যারা এ শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে মানুষকে আহ্বান করছেন তাঁরাও লাভবান হচ্ছেন।

কেউ যদি একজন মানুষকে আহ্বান করে উক্ত শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে সাহায্য করে, তবে তার আমলনামায় ইন্তেকালের পরেও অনেক নেকি পেতে থাকবেন। পবিত্র হাদিসে আছে– 'যে মানুষকে হেদায়তের দিকে আহ্বান করবে, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব তাঁর আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাঁদের সওয়াব থেকে কারো কোন কমতি হবে না' (সহিহ মুসলিম)। আমার দরদী মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের হাতে বাইয়াত পড়ে নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর কেউ ইন্তেকাল করে, ইন্তেকালের পরেও তাঁর আমলনামায় সওয়াব পৌঁছিতে থাকে। কারণ, এ তরিকার এমনই এক সাধনা-আমল বা কর্ম পদ্ধতি, যার উছিলায় শুধু মাতা-পিতাই নয়, তরিকতের ভাই-বোনেরাও ইন্তেকালের পরে রোজ হাশরের ময়দানে ওঠা পর্যন্ত সওয়াব পেতে থাকবেন।

রাসুল (সঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি ইসলামের কোন উত্তম সুন্নত (কর্ম পদ্ধতি বা পন্থা) আবিষ্কার করে, সে জন্য সে তাঁর প্রতিদান পাবে এবং মৃত্যুর পর যারা, সে অনুযায়ি আমল করে সে জন্যও সওয়াব পাবে। তাঁদের সওয়াব কমিয়ে দেওয়া হবে না' (মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে-মাজাহ)। রাসুল (সঃ) সাহাবীদেরকে মৃত লোকদের জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছেন। মহানবী (সঃ) যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করতেন তখন পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দোয়া করো এবং তিনি যেন সঠিক উত্তর দিতে পারেন সেই প্রার্থনা কর। কারণ সে এখন প্রশ্নের সম্মুক্ষিণ হচ্ছে' (আবু দাউদ-২৮০৪)। আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে বলেন– 'ওয়াল্লাযীনা জ্বা-মিউম বা'দিহিম ইয়াকূলূনা রাব্বানাগ-ফিরলানা-ওয়া লিইখওয়া– নিনাল্লাযীনা ছাবাকূনা বিল ঈমান' (সূরা হাশর, আয়াত ১০)। অর্থাৎ, আর যারা তাঁদের পরে (মুহাজির ও আনসারদের পর) আগমন করেছে তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের যে সব ভাইয়েরা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন তাদেরকেও।' এখন এই উম্মতের পরের লোকেরা পূর্বের মুমিনদের জন্য দোয়া এ জন্যই করেন যে, তারা এ দোয়া দ্বারা উপকৃত হন।' এখন আমার বক্তব্য হল যদি এই দোয়া দ্বারা ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপকার না হত, তাহলে আল্লাহ্পাক এ দোয়ার কথা প্রসংশা হিসেবে আলোচনা করতেন না।

হাদিস শরীফে আছে, মানুষের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হয় এবং রুহ বের হবার সময় ঘনিয়ে আসে, তখন চারজন ফেরেশতা তার কাছে উপস্থিত হয়। প্রথম ফেরেশতা সালাম দিয়ে বলবে, 'হে অমুক' আমি তোমার খাদ্য সংস্থানের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অন্বেষণ করেও তোমার জন্য একদানা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারলাম না। সুতরাং হয়তো তোমার ইন্তেকাল ঘনিয়ে এসেছে, এখনই ইন্তেকালের সুধা পান করতে হবে, পৃথিবীতে তুমি আর বেশি ক্ষণ থাকবে না। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ফেরেশতা একইভাবে বলবে, আমি পানীয় সরবরাহর কাজে নিযুক্ত ছিলাম, পদযুগলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম, শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি। অতঃপর কেরামান ও কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় এক টুকরো কালোলিপি বের করে দিয়ে বলবেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দা! এই দিকে লক্ষ্য কর। সেদিকে লক্ষ্য করামাত্র তার সর্বাঙ্গে ঘর্মস্রোত প্রবাহিত হবে এবং কেউ যেন ওই লিপি পড়তে না পারে এজন্য সে ডানে বায়ে বারবার দেখতে থাকবে। অতঃপর তাঁরা প্রস্থান করবেন। তখনই মালাকুল মউত তার ডানপাশে রহমতের ফেরেশতা নিয়ে আগমন করবেন। পাপীদের আত্মাকে আজাবের ফেরেশতারা জোরে টানাটানি করবেন ও মমিন ব্যক্তিদের আত্মাকে রহমতের ফেরেশতারা অতি শান্তির সাথে বের করে আনবেন। কণ্ঠ পর্যন্ত আত্মা পৌঁছলে স্বয়ং যমদূত তা কবজ করবেন এবং এরই মাধ্যমে একজন মানুষের জীবনের অবসান ঘটবে। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে সে চলে যাবে অনন্তকালের জগতে। সেখানে আল্লাহ্র অলি-বন্ধুগণ ছাড়া পৃথিবীর কোন রাজা-বাদশা, মন্ত্রি, এম পি, কিংবা ক্ষমতাধর কোনো ব্যক্তির কোনো বাহাদুরিই চলবে না। সুতরাং আসুন আমরা কবর দেশে যাওয়ার আগে খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্যে এসে তরিকতের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে পূণ্যের কাজ করি। আর পরকালের জন্য শান্তিময় পথের সুশৃংখল দিক রচনা করি।

TMI
দেশ ও জনগণের সেবায় সাফল্যের ১০ বছর
আসুন সূফীবাদের শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করি।
Proprietor
Mohammad Zafar Hossain
Tan-Man International
Contractor (MES) Bangladesh, Army, Air, Navy, BGB
আস্থা এবং অভিজ্ঞতাই আমাদের অর্জন...
21/ B, Kawran Bazar Lane (Garden Road), Tejgaon, Dhaka- 1215
P/Off : 88/ B & C, Lack Circus, Kalabagan, Dhaka- 1205
Cell : 01912014495, 019111 70294, 015534 62702
E-mail : tanmanzafar@yahoo.com, Tanmaninternational15@gmail.com

# কামেল অলি-আল্লাহ্‌র পরিচয় বিশালতায়

সাইফুল ইসলাম দীপক

মহান আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা বা উদারতার বহিঃপ্রকাশ তাঁর সৃষ্টি জগতের সর্বত্রই। সৃষ্টি জগতের চারদিকে তাকিয়ে দেখুন কীভাবে মানুষ থেকে শুরু করে তুচ্ছাতি তুচ্ছ প্রাণীও এই পৃথিবীতে বাস করে, আহার করে, জীবন ধারণ করে। আমার গুরু খাজাবাবা কুতুববাগী বলেন, আঠার হাজার মাখলুক ও আশি হাজার আলম আছে এই পৃথিবীতে। শুধু পৃথিবী কেন, এই সৌরজগত, এই ছায়াপথ, এ যেন এক বিশাল কর্মকান্ড। আর এ সবকিছুই চলছে খুবই নিখুঁতভাবে। সূর্য্য উঠে আবার অস্ত যায়, দিনের পর রাত আসে, বীজ থেকে ফসল হয়, গাছে ফুল থেকে ফল ধরে, জোয়ার ভাটা হয়, সবকিছুই চলে অবলীলায়। আমরা খেয়াল করি না তাই বুঝতে পারি না। আর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' হচ্ছে সৃষ্টির সেরাজীব। কিন্তু সত্যিই কি আমরা সেই সেরা হতে পেরেছি? প্রশ্ন থাকল সবার কাছে। নিজেকেই এর উত্তর খুঁজতে হবে। আমি আজকাল এর উত্তর খুঁজতে শুরু করেছি। আর খুঁজতে গিয়ে যা দেখছি, তা দেখে আতঙ্কিত আমি। আমার মধ্যে সেই সেরার বৈশিষ্ট্য খুবই সামান্য, প্রায় নাই বললেই চলে। কীভাবে সেটা একটু পরে ব্যাখ্যা করব তার আগে বলে নেই, আমার এ উপলব্ধি কীভাবে হল। আমি যখন আমার গুরু, আমার শিক্ষক খাজাবাবা কুতুববাগীর আচার-আচরণ ও কর্মকান্ডের সাথে আমার কর্মকান্ডের তুলনা করি তখনই স্পষ্ট হয় এটা। খাজাবাবা বলেন, 'বাবা, অকারণে কোনো প্রাণী হত্যা করবেন না।' আমরা এমন যে, সামনে একটা পিঁপড়া দেখলাম আর সেটাকে পাড়া দিয়ে মেরে ফেললাম যদিও সে আমাকে কামড়ায় নাই। ভাবছেন হয়ত সামান্য পিঁপড়া মারলে ক্ষতি কী? ক্ষতি আছে। প্রাণী হিসাবে পিঁপড়া আকারে ক্ষুদ্র হলেও তারও কিন্তু কাজ আছে। আল্লাহ্‌ তাকে বিশেষ কারণে সৃষ্টি করেছেন। আপনি আমি তার

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সূফীবাদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ বইটি পাওয়া যাচ্ছে কুতুববাগ দরবার শরীফের লাইব্রেরীতে আপনার কপি সংগ্রহ করুন ডাক যোগে পেতে চাইলে যোগাযোগা করুন– ০১৭২৩৪৮২২৯৪

# স্বর্গীয় প্রেমের জীবন্ত উপমা খাজাবাবা কুতুববাগী

এইচ মোবারক

স্বর্গীয় প্রেম চিরকালই সত্য। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ও হৃদয়কারা কথাটি হচ্ছে প্রেম। হৃদয়ের গভীর থেকে প্রেম নামক বিষয়টির অঙ্কুরোধগম হয়ে থাকে। লালিত হতে থাকে খুবই যত্নে। প্রেমতত্ত্ব এই কথাটি মানুষের চিরকালীন সত্তার প্রকৃত রূপ বহন করে, তবে প্রেম প্রকৃত সত্তার বাহন তখনই হবে, যখন সত্যিকারের স্বর্গীয় আবেশ বেষ্টিত হয় অন্তর বা মন। এই প্রেমের মাধ্যমে মানবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আত্মায় স্বর্গীয় ঝর্ণাধারা বইতে থাকে এক মানুষ থেকে আরেক মানুষের অনুভবে। বহু দূরে তবু যেন খুব কাছে মনে হবে। এ প্রেমের ক্ষেত্রে- 'ভালবাসি' শব্দটি জিহ্বা অতিক্রম করে ঠোঁটের প্রান্তে কখনোই উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না। কথোপকথন হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে। এমনই স্বর্গীয় প্রেমের জীবন্ত এক উপমা হচ্ছেন, দরদী মুর্শিদ কেবলাজান আমার মাশুক, আমার প্রেমিক খাজাবাবা কুতুববাগী।

প্রেম কথাটি মন থেকে মনে ধারণ করার জন্য প্রকৃতির কত উপমা, কত কাব্য, কত ছন্দ, কত গান, মনে হয় কতই না সহজ এ শব্দটি। তবু 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে' হৃদয় নিংড়ানো সবচেয়ে আবেগের কথাটি সহজে বলা যায় না। এখানে আপন গুরুকে যখন হৃদয়ের আসনে বসানো সম্ভব হয়, ঠিক তখনই আপন গুরু দয়া করে প্রেমের মধুময়তার এক স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দেন ভক্তের হৃদয়ে। জানা মতে এমন প্রেমের শিক্ষাগুরু খাজাবাবা কুতুববাগী অর্থৎ আমার মুর্শিদ কেবলা ব্যতীত

প্রেম কথাটি মন থেকে মনে ধারণ করার জন্য প্রকৃতির কত উপমা, কত কাব্য, কত ছন্দ, কত গান, মনে হয় কতই না সহজ এ শব্দটি। তবু 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে' হৃদয় নিংড়ানো সবচেয়ে আবেগের কথাটি সহজে বলা যায় না। এখানে আপন গুরুকে যখন হৃদয়ের আসনে বসানো সম্ভব হয়, ঠিক তখনই আপন গুরু দয়া করে প্রেমের মধুময়তার এক স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দেন ভক্তের হৃদয়ে

অন্য কেউ হতেই পারে না। এমন এক মহা-মানবের গভীর সান্নিধ্য পেয়ে যে প্রেমের সূচনা হয়, আর তার মধ্যদিয়েই স্বার্থকতা পায় স্বর্গ থেকে নেমে আসা প্রেমের। তখন স্বর্গের সকল প্রেমময় সুধা নেমে আসে গুনাহগার ভক্তের অন্তরে। তখন একজন মুরিদের কাছে সারা বিশ্বভুবনই হয়ে ওঠে শান্তিময় এক নির্ভরতার ছায়াবীথি, যার কোন তুলনা কিংবা বর্ণনা হয় না। সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্বের ধারায় রচিত হয় মাতৃপ্রেম। আর আশেকের অন্তরে মাশুকের আসন পাতার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় স্বর্গীয় গুরু প্রেম। স্বর্গীয় এই প্রেম আসে নানাভাবে নানা বর্ণে। তাই এই প্রেমের সাথে অন্য কোন প্রেমের তুলনা করা সম্ভব না। যে প্রেম আমরা সাধারণত কাছ থেকে দেখতে পারি তা শুধুই দুনিয়াবি, এখানে মূলত বোঝার বিষয় হচ্ছে আসল গুরু প্রেমের সান্নিধ্যে পাওয়া যায় আলোকিত জ্ঞানের গভীরতা, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদা, হৃদয়ের গভীর থেকে বুঝে ওঠার ক্ষমতা। অবশ্যই একজন আশেক মুরিদ বা ভক্তের হৃদয়ে এই মন্ত্রটি লেপে রাখা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। আর তা হচ্ছে– গুরুপ্রেমেই শক্তি, গুরুপ্রেমেই মুক্তি। যে প্রেমকে আমরা কাছ থেকে দেখি আবার দেখিও না, বুঝতে বুঝতে জীবন তরী ডুবে যায়, যতই দিন যায় গভীরতা ততোই বাড়তে থাকে, এসকল হচ্ছে স্বর্গীয় মুর্শিদ প্রেমের সামান্য কিছু উপসর্গ মাত্র। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কজনে অর্জন করতে পেরেছি সেই অনুভূতি শক্তি? কজনে পান করতে পেরেছি গুরুপ্রেমের স্বর্গীয় সুধা? আমরা কি চাই না সত্যিকারের এই স্বর্গীয় প্রেমে নিজেকে মত্ত রাখতে? যদি আমাদের চাওয়া তা-ই

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# কুতুববাগী কেবলাজানের শিক্ষায় ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি মিলে

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন– 'কুল্লু নাফছিন জাইকাতুল মাউত' অর্থাৎ প্রতিটি নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। নফসের মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ চলে যায় অন্য এক জগতে, সাথে নিয়ে যায় পৃথিবীতে অবস্থান সময়ের নেক ও বদ আমলসমূহ। পৃথিবীতে বসে নফসের কু-প্রভাবে অনেকে ক্ষণিকের পৃথিবীর প্রতি এতই আসক্ত হয় যে, মৃত্যু ও পরকালের কথা ভুলে যায়। ফলে মানুষের দ্বারা নেক আমল, ভালো কাজ বা মানব সেবা করা হয়ে উঠে না। আল্লাহ্‌র অলি-বন্ধুগণ কঠোর রিয়াজত ও সাধন-ার দ্বারা আত্মার এই কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে নেক আমল, মানুষের সেবা করা ও ভালো কাজের উপদেশ দিয়ে শুদ্ধ করে তোলেন। তাঁরা মানুষকে এমন কিছু আমল শিক্ষা দিয়ে থাকেন যেগুলো পৃথিবীর বুকে থাকা অবস্থায় সওয়াব হয় এবং মৃত্যুর পরেও তার রুহে সওয়াব পৌঁছে থাকে। রাসুলেপাক (সঃ) বলেছেন– 'যখন কোন আদম সন্তান ইন্তেকাল করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি মাধ্যম থেকে সে সওয়াব পেতে থাকে। (এক) সদকায়ে জারিয়া, (দুই) সু-সন্তান, যে মাইয়াতের জন্য দোয়া করে এবং (তিন) জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা সমাজ তথা মানুষ উপকৃত হয়' (মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৩০৮৪)। আমার পীর-মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কিছু শিক্ষা নিম্নে আলোচনা করছি, যার দ্বারা শুধু পৃথিবীতে বসে নয়, পরকালেও

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়

+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

+M Ambulance Service

ICU, CCU & NICU

লাইফ সার্পোট এ্যাম্বুলেন্স ও লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি পাওয়া যায়

বি:দ্রঃ অসুস্থ রোগীদের জন্য এসি, নন এসি, অক্সিজেন, আইসিও, সিসিইউ, এনআইসিও গাড়িসহ ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

ত্বহা তাসিন অটোমোবাইলস্

আমদানীকারক, পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা ও সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ

১০০% অরিজিনাল

রিকন্ডিশন গাড়ীর অরিজিনাল হাফ কাট, নোস কাট, বডি পার্টস এবং যে কোন গাড়ীর ইঞ্জিনসহ যাবতীয় যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং অগ্রীম অর্ডার নেয়া হয়

জাপান থেকে আমদানীকৃত

শোরুম-১
২০/১, সাতমসজিদ হাউজিং
বেড়ী বাঁধ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭০ ১২৩৪
০১৭১২ ২৩ ৯৫৩৭

শোরুম-২
ক-১/আই-১
রসুলবাগ, মহাখালী
ঢাকা-১২১২
০১৯৫১ ৭৫ ১২৩৪
০১৯৫১ ৭৬ ১২৩৪

শোরুম-৩
৩৭/২ শ্যামলীবাগ
শ্যামলী, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭৩ ১২৩৪
০১৭১১ ৯২ ৭৮৫৬

e-mail : gmckhan@gmail.com, Fax : +8802-9104328, web :www.ttautosbd.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.